আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ

আলমডাঙ্গায় মাদকের ছোবলে আক্রান্ত যুব সমাজ। প্রশাসনিক গাফিলতি, রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিস্তার ঘটছে মরণ এই নেশার।

অপার সম্ভাবনাময় আলমডাঙ্গার যুব সমাজ আজ যেন নীরবে মুর্তিতে পরিণত হচ্ছে মাদকের এক ভয়ংকর অভয়ারণ্যে। মরণনেশার ছোবলে প্রতিদিনই দিকভ্রান্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। স্কুল–কলেজপড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মক্ষম যুবক—কেউই রেহাই পাচ্ছে না এই সর্বনাশা আসক্তি থেকে। পরিবার ভাঙছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ দেখার যেন কেউ নেই।

মাকড়সার জালের মতো সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে মাদক। মাঝেমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চোখে পড়লেও তা অনেকটা দেখানো কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ—এমনটাই অভিযোগ সচেতন নাগরিকদের। পাশাপাশি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আটক হলেও বড় বড় মাদক ব্যবসায়িরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

এছাড়াও অধিকাংশ মাদক মামলাই শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে সাক্ষীর অভাবে। আবার যেসব ঘটনায় সাক্ষী পাওয়া যায়, তারা নিরাপত্তাহীনতা, হুমকি ও প্রভাবশালী মহলের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পান না। ফলে গ্রেপ্তার হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে বেরিয়ে আসে মাদক কারবারিরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদক নিয়ন্ত্রণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রহস্যজনক নীরবতা এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় অনীহা। এসব কারণে বারবার অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ও টেকসই কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ্যে বিক্রি, প্রকাশ্যেই সেবন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার স্টেশন মোড় ও পুরাতন বাসস্ট্যান্ড বর্তমানে মাদক বিক্রির অন্যতম প্রধান হটস্পট হিসেবে পরিচিত। এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে মরণনেশা উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

এছাড়া প্রতিদিন নিয়মিত মাদক কেনাবেচা ও সেবনের অভিযোগ রয়েছে—উপজেলা নতুন ভবন এলাকা, পৌরসভার সামনে স্টেডিয়ামের ওপর,

থানাপাড়া পুকুরপাড়, রেলস্টেশনের ওপর ও ঢালে, লালব্রিজ সংলগ্ন কালভার্টের ওপর এবং ফকট এলাকায়। দিনের আলো কিংবা গভীর রাত—সময় যেন কোনো বাধা নয় মাদক কারবারিদের জন্য।

মাদকের বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ জানিয়ে আলমডাঙ্গা শাখার মাদক ও নিরাময় বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন— “মাদক আজ আলমডাঙ্গার জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি একটি মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয়। তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। আমরা যদি এখনই শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে না তুলি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করি, তাহলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতি আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, সাক্ষী সুরক্ষা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত অভিযান, নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম ছাড়া মাদক নির্মূল সম্ভব নয়। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে আলমডাঙ্গার তরুণ সমাজ শুধু মাদকাসক্তই নয়—একটি হারিয়ে যাওয়া প্রজন্মে পরিণত হবে। সময় এসেছে দায় এড়ানোর নয়, সময় এসেছে দায়িত্ব নেওয়ার। সময় এসেছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে যুব সমাজের মাঝে ভলিবল সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামের তেতুলতলা এলাকার যুব সমাজের মাঝে ভলিবল ও ভলিবল খেলার নেট উপহার প্রদান করেছে মেহেরপুর জাতীয় নাগরিক পার্টি। তরুণদের সুস্থ বিনোদন, দলগত চেতনা এবং ইতিবাচক চর্চা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, নিয়মিত খেলাধুলা শুধুই বিনোদন নয় এটি তরুণদের জীবনে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও সঠিক পথের দিশা তৈরি করে। মাঠমুখী যুব সমাজ স্বাভাবিকভাবেই মাদক, অনলাইন জুয়া ও অন্যান্য

ক্ষতিকর প্রবণতা থেকে দূরে থাকে।

তারা আরও বলেন, এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সমন্বিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যুবকরাই আগামী দিনের শক্তি তাদের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

দর্শনায় জামায়াতের ব্যতিক্রমী আয়োজন: ছাত্র ও যুব সমাজের মুখোমুখি প্রার্থী

জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর ও জামায়াত মনোনীত চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমুখী করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে চাই। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দর্শনা অথবা দত্তনগরকেন্দ্রিক একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে রাস্তাঘাট বর্তমানে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। সুযোগ পেলে এগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করবো বিশেষ করে আমাদের যে হাইওয়ে রয়েছে তা ফোর লেনে উন্নীত করে যানজটমুক্ত করা হবে। কৃষকদের জন্য কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা করতে চাই। আমাদের এলাকায়, বিশেষ করে দর্শনায় সরকারি হাসপাতাল নেই সুযোগ পেলে চিকিৎসাসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেব।

তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতি মাসে কীভাবে বয়স্ক ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায় সে ব্যবস্থাও নেব। কিশোর গ্যাং বা যুব গ্যাং যেন সমাজে তৈরি না হয় আমরা তার প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে চাই। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে কেন্দ্রীয় জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব পেশায় নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেসব ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। যেখানে নারীর উপস্থিতি বেশি, সেখানে তাদের কর্মঘণ্টা কমানো, বেবি কেয়ার ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরও জানান, গত বছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১ লাখ গাছ লাগানো হয়েছিল। ক্ষমতায় গেলে আমরা নিজেরা কোনো সরকারি গাছ কাটবো না, কাউকেও কাটতে দেব না।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা পৌর অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টারে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত “ছাত্র ও যুব সমাজের মুখোমুখি প্রার্থী” শীর্ষক ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে যুব ও ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রায় ৬ শতাধিক যুবক অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ।

আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম, সাবেক জেলা সভাপতি মহসিন এমদাদুল্লাহ জামেন, ছাত্রশিবিরের প্রকাশনা সহকারী আব্দুর রহিম, দর্শনা থানা শাখার সভাপতি লোকমান হৃদয়, দামুড়হুদা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ, জীবননগর থানা সভাপতি মোঃ রাসেল আহমেদ, মাজলিসুল মুফাছসিরিনের জেলা সেক্রেটারি আব্দুল খালেক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোঃ মাসুম বিল্লাহ।

যুব সমাজকে গড়তে হলে খেলাধুলার বিকল্প নেই - মাহমুদুল হাসান খান বাবু

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো “বীর মুক্তিযোদ্ধা মুনছুর আলী স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট”-এর ফাইনাল খেলা। গতকাল শুক্রবার বিকেল তিনটায় জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের মিনাজপুর

মুক্তি সংঘ ক্লাবের আয়োজনে মিনাজপুর হাই স্কুল মাঠে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহিন কাদির। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদুল হাসান খান বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমাজে মাদক একটি ভয়াবহ ব্যাধি। এ থেকে যুব সমাজকে বাঁচাতে হলে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা শুধু শরীরকে নয়, মেধাকেও বিকশিত করে। যে কেউ খেলাধুলার উদ্যোগ নিলে আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খোকন, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন, মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়কারী হাবিবুর রহমান বুলেট, জীবননগর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, হামিদুজ্জামান টিটো, সাজ্জাদ হোসেন, ১নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মিলন হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা, সাবেক সেনা সদস্য মহাসিন আলী, ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম, এবং স্বেচ্ছাসেবক রাব্বি, হাসিব, রানা, সুমন প্রমুখ।

রোমাঞ্চকর এই ফাইনাল খেলায় হাসাদহ দল ২-১ গোলে সীমান্ত ইউনিয়নের শাখারিয়া দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পুরো অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

মুজিবনগরে যুব সমাজের

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

মেহেরপুরের মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ দর্শনা প্রধান সড়কের দুই পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কেটে ফেলা গাছগুলোর শূন্যতা পূরণ করলো বল্লভপুর যুবসমাজ।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সকাল দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের শিক্ষার্থী ও যুব সমাজের উদ্যোগে বল্লভপুর গুড নেইবারর্স হতে আটকবর প্রধান সড়কের দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম।

এর আগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি’র ব্যানারে দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাটি এই স্লোগানে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজ গাছ লাগিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

এ সময় বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস রিঠুসহ স্কুলের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সার্বিক সহযোগিতায় থাকা সাইমন মন্ডল বলেন, রাস্তা বড় করার জন্য যে গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে, তারপর থেকে রোদের যে তীব্রতা আমরা সেটা বুঝতে পারছি। তাই রোদের এই তীব্রতা থেকে বাঁচার জন্য এবং পরিপূর্ণ অক্সিজেন পেতে আমাদের যুব সমাজ, শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীর আয়োজনে, এই উদ্যোগ। আমরা চাই আমাদের মত বাংলাদেশের সকল যুবসমাজ রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে সবুজে ভরিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে।

উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পথচারীদের মাঝে চারা বিতরণ সহ রাস্তার দু পাশে ৫৫০ টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়।